দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 12 2002

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

কুমিল্লা ঃ ফরিদা বিদ্যায়তনের জায়গা দখলের পাঁয়তারা

কুমিল্লা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দোকানঘর নির্মাণের নামে কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড়ে মেয়েদের একটি স্কুলের জায়গায় আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ফরিদা বিদ্যায়তন নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কান্দিরপাড় মৌজার ৭ শতাংশ জায়গা ওই স্কুলের কার্যকরি কমিটির সদস্যরা আত্মসাতের জন্য দোকানঘর নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। সকলের আয়ের খাত বৃদ্ধির জন্য ওই জায়গাটি নিজেদের খরচে দোকান নির্মাণও শুরু করে। স্কুলের শিক্ষকরা এতে আপত্তি জানালে জেলা প্রশাসকের ভূমি হুকুম দখল শাখা নির্মাণ কাজ বন্ধের জন্য স্কুল কমিটিকে নির্দেশ দেয়। কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যরা ওই নির্দেশ অমান্য করে সরকারি দলের ছত্রছায়ায় আবার কাজ শুরুর পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কুমিল্লার মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ফরিদা বিদ্যায়তনের সুখ্যাতি দীর্ঘকালের। বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মী কাজী জহিরুল কাইয়ুমের একমাত্র মেয়ে ফরিদার নামানুসারে ১৯৬৪ সালে এটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। দেশের অনেক প্রতিথযশা গুনীজন, রাজনৈতিক ব্যক্তি, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের পদচারণায় বিদ্যায়তনটি মুখরিত। বিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধে অবদান অনস্বীকার্য। ওই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষিকা সেলিনা বানুর অবদান ফরিদা বিদ্যায়তনের ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। তিনি ১৯৫৪ সালে পাবনা-রাজশাহী এলাকা থেকে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালে প্রধান শিক্ষিকা সেলিনা বানুর মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম স্তিমিত হতে থাকে। স্কুলে বর্তমানে আসবাবপত্র, বিজ্ঞানাগার, শিক্ষক মিলনায়তন, স্যানিটেশন ও পানীয় জলের সমস্যা প্রকট। পদাধিকার বলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) স্কুলের কার্যকরী কমিটির সভাপতি। অভিযোগে জানা যায় অভিভাবক ও সদস্য তিনজনের কারও মেয়েই ফরিদা বিদ্যায়তনের ছাত্রী নয়। সরকারি দলের পরিচয়ে ওইসব অভিভাবকরা জোরপূর্বক কমিটি থেকে নানা রকম ফায়দা লুটছেন।